Machine Translated by Google

মাল্টিডিসিপ্লিনারি মৌলিক ইতিহাস 2

এসএল স্যার

Machine Translated by Google

প্রাক-ইতিহাস পর্যায়

- ইংরেজি শব্দ ইতিহাস গ্রীক থেকে এসেছে
  হিস্টোরিয়া মানে তদন্তের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান

- ইতিহাস প্রাক-ইতিহাস, প্রোটো-ইতিহাস এবং ইতিহাসে বিভক্ত

- প্রাক-ইতিহাস সাধারণত তিনটি প্রস্তর যুগ দ্বারা উপস্থাপিত হয় যখন প্রোটো-ইতিহাস সাধারণত হরপ্পা সভ্যতার সময়কালকে চিহ্নিত করে

- প্রোটো-ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য চিহ্ন হল যে লেখা সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি তবে এটি সমসাময়িক সাক্ষর সভ্যতার দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

Machine Translated by Google

প্রাক-ইতিহাস পর্যায়

রবার্ট ব্রুস ফুট প্রথম আবিষ্কার করেন

প্যালিওলিথিক হাতিয়ারকে বলা হয় পল্লভরাম হাত

কুঠার

- স্যার মর্টিমার হুইলারের অবদান

সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ

- প্রস্তর যুগকে তিন প্রকারে ভাগ করা হয়েছে:
- প্যালিওলিথিক (500,000-10,000 BCE)
- মেসোলিথিক (10,000-6000 BCE)
- নিওলিথিক (6000-1000 BCE)

Machine Translated by Google

শ্রেণীবিভাগ Classification

পরিভাষা	ভূতাত্ত্বিক বয়স সরঞ্জাম		জীবিকা
লোয়ার প্যালিওলিথিক লোয়ার	প্লেইস্টোসিন পেবেল, কাটা	সরঞ্জাম, ক্লিভার	শিকার এবং সমাবেশ
মধ্য পুরাপলীয় মধ্যম		ফ্লেক টুলস, লেভালোইস টেকনিক	শিকার সমাবেশ
আপার প্যালিওলিথিক আপার		ব্লেড সরঞ্জাম	শিকার সমাবেশ
মেসোলিথিক	হোলোসিন	মাইক্রোলিথ	+ মাছ ধরা এবং গৃহপালিত
নিওলিথিক	হোলোসিন	সেল্ট	খাদ্য উৎপাদন

Machine Translated by Google

PREHISTORY TIMELINE

STONE AGE			METAL AGE		
2500 000 B.C. – 10 000 B.C.	10 000 B.C. – 5 500 B.C.	5 500 B.C. – 2 500 B.C.	2 500 B.C. – 1700 B.C.	1700 B.C. – 800 B.C.	800 B.C. – 218 B.C.
PALAEOLITHIC	MESOLITHIC	NEOLITHIC	COPPER AGE	BRONZE AGE	IRON AGE
Hunter-gatherers **Stone**, **bone** and **wood** **Fire**	The **tool** period	Sedentary life **Cultivate** crops **Domesticate** animals Make **pottery**	Discovery of **metals** **Copper** tools and weapons	**Bronze** tools and weapons	**Iron** tools and weapons **coins**

ALTAMIRA CAVE PAINTINGS

Machine Translated by Google

প্যালিওলিথিক যুগ

- প্রস্তর যুগের এই প্রাচীনতম সময়টি প্লাইস্টোসিন যুগে বা বরফ যুগে বিকশিত হয়েছিল
- এই সময়ের মানুষ খাদ্য সংগ্রহকারী ছিল যারা শিকার করে বন্য ফল ও সবজি সংগ্রহ করে জীবনযাপন করত।
- তাদের কৃষি, গৃহ নির্মাণ, মৃৎপাত্র বা কোনো ধাতু সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না
- এই সময়ের প্রাথমিক হাতিয়ার ছিল হাতের কুড়াল, ক্লিভার, হেলিকপ্টার, ফলক, বুরিন এবং স্ক্র্যাপার।
- বেশিরভাগই, সরঞ্জামগুলি কোয়ার্টজাইট নামক কঠিন শিলা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। কোয়ার্টজাইট পুরুষ

Machine Translated by Google

শিকারীর জীবন- সংগ্রহকারী Life of the Hunter-Gatherers

- বস্তুগত ইচ্ছা সীমিত
- নৃতাত্ত্বিকদের মতে ব্যান্ড সোসাইটি ।
- মোবাইল
- পারস্পরিকতার নিয়মের ভিত্তিতে পণ্য বিনিময়।
- তারা প্রকৃতিকে পুরোপুরি কাজে লাগায়নি।
- ক্রমাগত বাসস্থান।
- শ্রম বিভাগ , মহিলারা জড়ো হয়।

Machine Translated by Google

মেসোলিথিক যুগ

 মেসোলিথিক এবং নিওলিথিক যুগ উভয়ই ভূতাত্ত্বিকভাবে হলোসিন যুগের অন্তর্গত। মেসোলিথিক পুরুষরা শিকার, মাছ ধরা,

সংগ্রহ এবং গৃহপালিত জীবনযাপন করত এই সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল

মাইক্রোলিথ বা সিলিকা, চ্যালসেডনি বা চের্ট দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্র পাথরের সরঞ্জাম। গুজরাটের ল্যাংঘনাজ এবং

কাইমুর ছাড়া বেশিরভাগ মেসোলিথিক স্থানে মৃৎশিল্প অনুপস্থিত

মির্জাপুর অঞ্চল

 এই যুগের শেষ পর্বে উদ্ভিদ চাষের সূচনা হয়

Machine Translated by Google

নিওলিথিক যুগ

- এই যুগের আবির্ভাব হয় প্রায় 8000 - 6000 BCE
- দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে এটি 1000 খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষের দিকে

- ভি. গর্ডন চাইল্ড নিওলিথিক যুগকে নিওলিথিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন কারণ এটি প্রচুর নতুনত্বের সূচনা করেছিল

- নিওলিথিক পুরুষরা রাগি, ঘোড়ার ছোলা এবং গৃহপালিত গবাদি পশু, জাহাজ ও ছাগল চাষ করত
- তারা পাথরের হাতিয়ার তৈরিতে উদ্ভাবন করেছিল এবং হাতিয়ার তৈরি করতে পালিশ করা পাথরের উপর নির্ভর করেছিল

Machine Translated by Google

চ্যালকোলিথিক যুগ (3000-500 BCE)

- চ্যালকোলিথিক যুগ পাথরের সরঞ্জামের সাথে ধাতু ব্যবহারের উত্থানকে চিহ্নিত করে।
- সর্বপ্রথম যে ধাতু ব্যবহার করা হয় তা ছিল তামা।
- প্রযুক্তিগতভাবে চ্যালকোলিথিক যুগটি প্রাক-হরপ্পানদের বসতিতে প্রযোজ্য, তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে এটি ব্রোঞ্জ হরপ্পা সংস্কৃতির অবসানের পরে আবির্ভূত হয়।

- প্রাক-হরপ্পানের কিছু বিশিষ্ট স্থান
  চ্যালকোলিথিক সংস্কৃতি হল গণেশ্বর, কালিবঙ্গন
  (রাজস্থান), বানাওয়ালি (হরিয়ানা), কোট ডিজি (সিন্ধ)।

Machine Translated by Google

চ্যালকোলিথিক যুগ

চ্যালকোলিথিক লোকেরা গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর এবং মহিষ পালন করে। তারা ঘোড়ার সাথে পরিচিত ছিল না। গৃহপালিত পশুদের খাবারের জন্য জবাই করা হয়েছিল এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য দুধ দেওয়া হয়নি। এ যুগের মানুষও গম, চাল, বাজরা খায় মসুর ডাল, কালো ছোলা, সবুজ ছোলা এবং ঘাস মটর সহ তাদের প্রধান খাবারের জন্য। তারা স্ল্যাশ এবং পোড়া চাষের অনুশীলন করত। কোন সাইট থেকে লাঙ্গল বা কোদাল পাওয়া যায়নি।

Machine Translated by Google

চ্যালকোলিথিক যুগ

 তারা অলঙ্কার এবং সাজসজ্জার প্রতি অনুরাগী ছিল। মহিলারা খোলস এবং হাড়ের অলঙ্কার পরতেন।

 ষাঁড় সম্ভবত তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতীক ছিল । তারা ছিলেন বিশেষজ্ঞ তাম্র-স্মিথ। তারা তামা

গলানোর শিল্প জানত। তারা কার্নেলিয়ান, স্টেটাইট এবং কোয়ার্টজ ক্রিস্টালের মতো আধা-মূল্যবান পাথর তৈরি করেছিল ।

 তারা চরকা ও বুনন জানত। মহারাষ্ট্রে মৃতদের উত্তর-

দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিম দিকে কবর দেওয়া হয়।

Machine Translated by Google

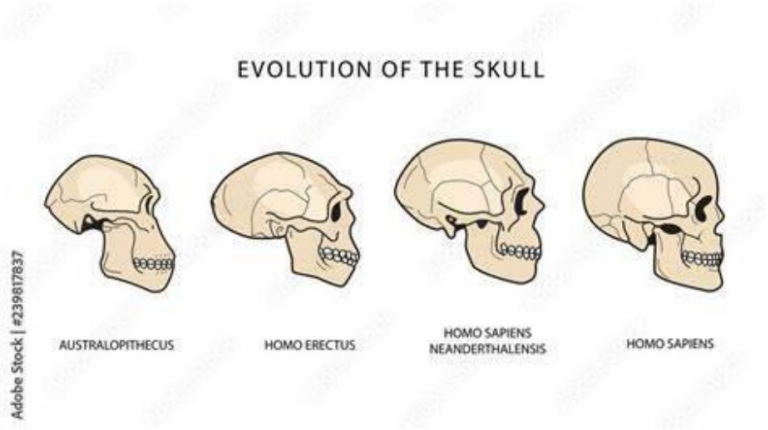

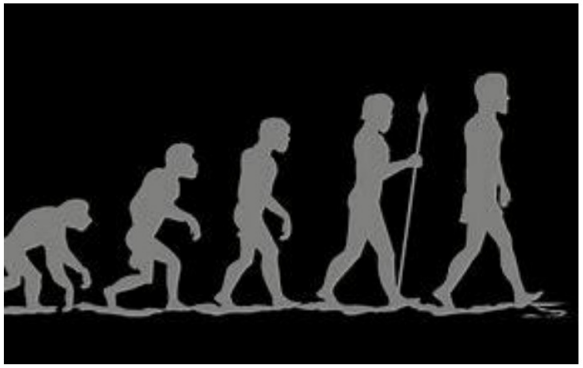

Machine Translated by Google

 Australopithecus এই

বংশের জীবাশ্ম প্রথম 1924 সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়। তারা মাটিতে বাস করত, পাথরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত এবং খাড়াভাবে হাঁটত। তারা 4 ফুট লম্বা এবং 60-80 পাউন্ড ওজনের ছিল।

 হোমো ইরেক্টাস

1891 সালে জাভাতে হোমো ইরেক্টাসের প্রথম জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এগুলোর নাম দেওয়া হয় পিথেক্যানথ্রপাস ইরেক্টাস। এগুলিকে মানুষ এবং বানরের মধ্যে অনুপস্থিত লিঙ্ক হিসাবে বিবেচনা করা হত। চীনে আরেকটি আবিষ্কার ছিল পিকিং ম্যান। এই নমুনাটির বড় কপালের ক্ষমতা ছিল এবং বিশ্বাস করা হয় যে এটি সম্প্রদায়গুলিতে বাস করত। হোমো ইরেক্টাস কোয়ার্টজ সমন্বিত সরঞ্জাম ব্যবহার করে। হাড় ও কাঠের তৈরি সরঞ্জামও আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্মিলিত শিকারের প্রমাণ রয়েছে। আগুন ব্যবহারের প্রমাণও রয়েছে। হোমো ইরেক্টাস বাস করে বলে মনে করা হয়

গুহা

হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ান্ডারথালেনসিস হোমো ইরেক্টাস

হোমো স্যাপিয়েন্সে বিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তনের সময়, হোমো স্যাপিয়েন্সের দুটি উপ-প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছিল - হোমো স্যাপিয়েন নিয়ান্ডারথাল এবং হোমো স্যাপিয়েন্স সেপিয়েন্স। নিয়ান্ডারথালের ক্র্যানিয়াল ক্ষমতা 1200 থেকে 1600 সিসি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু ছোট হাতের কুড়ালও পাওয়া গেছে। এই প্রজাতির হোমিনিড ম্যামথের মতো বড় নাম শিকার করতে পারে।

 হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স হোমো

স্যাপিয়েন্সের দেহাবশেষ প্রথম ইউরোপে আবিষ্কৃত হয় এবং তাদের নাম দেওয়া হয় ক্রো-ম্যাগনন।
এর মধ্যে, চোয়ালগুলি বেশ হ্রাস পেয়েছে, আধুনিক মানুষের চিবুক উপস্থিত হয়েছিল এবং মাথার খুলিটি গোলাকার ছিল। তাদের ক্র্যানিয়াল ক্ষমতা ছিল প্রায় 1350 সিসি। শিকারের মাধ্যমে তারা খাদ্য সংগ্রহ করত। এই সময়ে শিল্প প্রথম আবির্ভূত হয়।